উন্নয়ন চলবে, কোনও বাধা মানব না : মুখ্যমন্ত্রী

৩ পাতার পর

এই প্রকল্পে সরাসরি ৩০০০ কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন সেই কারণে দুর্গাপুর-আসানসোলকে অন্যান্য জেলা শহরের সঙ্গে জুড়তে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে। পর্যটন এবং শিল্পে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। মঞ্চেই এস পি এস গোষ্ঠীর চেয়ারপার্সন বিপিনকুমার ভোরা ঘোষণা করেন আই কিউ সিটিতে কিছু জমি নিয়ে হেলিপ্যাড গড়া হবে। রাজ্যের অগ্রগতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ধমান জেলাকে দুটি জেলা করা হবে বর্ধমান গ্রামীণ এবং দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল জেলা। উন্নয়নের জন্যই জেলার সংখ্যা বাড়াতে হবে। দুই ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়িকেও ভাঙা হবে। ল্যান্ড ব্যাঙ্ক করা হয়েছে। এবার রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যাঙ্ক তৈরি হবে। আগামী ২ মাসের মধ্যে এক বছরের বাকি কাজ করব। বাংলা এগোবে। স্বর্ণযুগ ফিরে পাবে। ২১ হাজার কোটি টাকা আয় আর ২২ হাজার কোটি টাকা দেনা রয়েছে। তার মাঝেও উন্নয়ন চলছে। কোনও বাধা আমরা মানব না। সময় নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। সময়ে কাজ শেষ করুন। হস্তশিল্পীদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার প্রতিটি মহকুমায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর থেকে হস্তশিল্পের বাজার তৈরি করা হবে ৪৫টি। এ রাজ্যে ২০০০ হস্তশিল্পীকে ৭৫০ টাকা করে পেনশন দেওয়া শুরু হয়েছে। এর পর তাদের জন্য ৩০ হাজার টাকার মেডিক্লেমের ব্যবস্থা করা হবে। বড়জোড়া থানার জমাদারপুরে ট্রান্স দামোদর কয়লা খনি প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যা দিয়েছি সেই কাজ শেষ করব এক বছরে। বাকি চার বছরে গড়ব সোনার বাংলা। দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় জমাদারপুরে এসে পৌঁছায়। সঙ্গে ছিলেন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়, শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখার্জি প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে আই টি হাব ও জেলার ৩টি ব্লকে কৃষি বাজারের। ব্লকগুলি ছাতনা, বড়জোড়া ও কোতুলপুর। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, জেলার অন্য ব্লকগুলিতেও কৃষি বাজার গড়ে তোলা হবে। তিনি এদিন অনলাইন সার্টিফিকেট প্রকল্পেরও উদ্বোধন করে বলেন, এখন থেকে জাতিগত শংসাপত্র আবেদন করার এক মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে। ৭ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেন তিনি। ২০ কৃষকের হাতে দেন কিসান ক্রেডিট কার্ড। ২০ জন কৃষককে দেওয়া হয় পাওয়ারটিলার ও ট্রাক্টর কেনার ঋণ। জমির পাট্টা দেওয়া হয় ১০ জন ভূমিহীনকে। আরও ১৮৪ জন পাবেন বড়জোড়া ব্লকে। ১৫ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী ও ১০ জন তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হয় শিক্ষাবৃত্তি। সংখ্যালঘুরা পাবে ১০০০ টাকা করে ও তফসিলি জাতি ও উপজাতিরা পাবে ৭৫০ টাকা করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রান্স দামোদর যে কয়লা উত্তোলন করবে তা ই-নিলামের মাধ্যমে ছোট শিল্পগুলিকে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন হবে। রাজ্য বছরে রাজস্ব পাবে ৫৬ কোটি টাকা। তিনি এদিন ঘোষণা করেন, শুশুনিয়াতে একটি কৃষি কলেজ গড়া হবে। বিষ্ণুপুর, শালতোড়া, ইন্দপুর, ছাতনা ও গঙ্গাজলঘাটিতে হবে মডেল স্কুল। রাজ্যের ৩৭১টি ব্লকেই হিমঘর হবে। অভাবী কৃষকদের আর মহাজনের কাছে যেতে হবে না। তাঁরা কিসান ক্রেডিট কার্ড পাবেন। ব্যাঙ্ক থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। রাজ্যে শস্য বিমা চালু হবে। যাতে খরা ও বন্যায় কৃষির ক্ষতি হলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত না হন। কৃষি বিমা করতে কৃষককে কোনও পয়সা দিতে হবে না। দেবে রাজ্য সরকার।

পুরুলিয়া থেকে দীপেন গুপ্ত জানাচ্ছেন: পুরুলিয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল শুক্রবার। এদিন পুরুলিয়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করল পুরুলিয়া-ভিল্লুপুরম এক্সপ্রেস। বড়জোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও রেলমন্ত্রী মুকুল রায় পতাকা নেড়ে ট্রেনের যাত্রা শুরু করলেন। ঠিক তখনই পুরুলিয়ায় দূর সঞ্চারের মাধ্যমে সবুজ পতাকা নেড়ে ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন পুরুলিয়ার বিধায়ক কে পি সিং দেও। ১৬টি কামরা বিশিষ্ট এই সাপ্তাহিক ট্রেনটি পুরুলিয়া থেকে সোমবার ছাড়বে মঙ্গলবার রাতে পৌঁছবে। অন্যদিকে শনিবার ছাড়বে এবং রবিবার পুরুলিয়ায় পৌঁছবে। ট্রেনটি পথে ২৬টি স্টেশনে দাঁড়াবে। মোট ৩৮ ঘণ্টা লাগবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এই চারটি রাজ্যের মধ্যে দিয়েই ট্রেনটি যাত্রা করবে।